বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বাংলাদেশ সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

নমুনা প্রশ্ন-০১

জনাব জাভেদ ও জনাব রাবেদ 'ক' দেশের দুটি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত। সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা জনাব জাভেদ এর নামে গৃহীত হলে ও তিনি কোন ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন না। রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে জনাব রাবেদ এর সিদ্ধান্তই মুখ্য।

ক) মন্ত্রণালয় কি? ১
খ) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কি বোঝায়? ২
গ) উদ্দীপকের জনাব জাভেদ 'ক' দেশের কোন পদে অধিষ্ঠিত? বাংলাদেশের সাথে এর কতখানি সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে জনাব রাবেদ এর সিদ্ধান্তই মূখ্য-উদ্দীপকের কথাটির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

নমুনা উত্তর-০১

ক) উত্তরঃ মন্ত্রণালয় হচ্ছে সচিবালয়ের একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা।

খ) উত্তরঃ আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন শাসন বিভাগের গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত নীতি বা কার্যক্রম সংবিধঅনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা বা সংবিধান পরিপন্থী কিনা তা পর্যালোচনা করে, বিচার বিভাগের অবৈধ ঘোষণা করার যে ক্ষমতা তাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলে অভিহিত করা হয়।

আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান বিরোধী বিধি বিধানকে অবৈধ ও বিধি বহির্ভূত ঘোষণা করার যে ক্ষমতা রাখে তাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোনা বলে। যেম, হাইকোট বিভাগের নিকট বিচার প্রার্থী হয়ে কোন ব্যক্তি যদি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আইন সংবিধান বিরোধী ও অবৈধ, তাহলে বিচারক গণ সেই আইনের বৈধতা বিচার করতে পারবেন। এটিই মূলত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।

গ) উত্তরঃ জনাব জাভেদ 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যিনি নামমাত্র ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন।
* বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান তার নামে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হলেও তিনি নামমাত্র প্রধান। তিনি তাঁর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে।
* (এখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা করবে বই থেকে)

ঘ) উত্তরঃ উদ্দীপকের উক্ত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান হলো নামমাত্র শাসন বিভাগের মূল স্তম্ভ হলেন প্রধানমন্ত্রী। ফলে তাকে ঘিরেই রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। ফলে তার সিদ্ধান্তই মূখ্য।
(এ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ও কার্যাবলী লিখবে বই থেকে।)

নমুনা প্রশ্ন-০২

জুম্মান টিভিতে সংসদ অধিবেশন দেখতে গিয়ে লক্ষ করল সংসদ সদস্যগণ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করছেন আর মন্ত্রী প্রশ্নগুলোর জবাব দিচ্ছেন, জুম্মান তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল "সব মন্ত্রীরা কি সংসদ সদস্যদে প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য" বাবা বললেন মন্ত্রীগণ জবাব দিয়ে সংসদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে থাকেন।

ক) বাংলাদেশের আইনসভা কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত? ১
খ) অভিশংসন কি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের সংসদের কোন কাজটি ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ ছাড়া সংসদ আর কী কী করতে পারে? পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা দাও। ৪

নমুনা উত্তর-০২

ক) উত্তরঃ ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৫০ জন সংরক্ষিত আসনের মনোনীত সদস্য অর্থাৎ সর্বমোট ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

খ) উত্তরঃ অভিশংসন হলো জাতীয় সংসদের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা।

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাঁকে অপসারণ করার ক্ষমতা দেয়া রয়েছে জাতীয় সংসদের হাতে। নিম্নলিখিত কারণে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়-সংবিধান লংঘন, গুরুতর অপরাধ। দৈহিক ও মানসিক ও অসুস্থতা ও অক্ষমতার কারণে সংসদ অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারেন। অর্থাৎ সংসদ কর্তৃক রাষ্ট্র পতিকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অপসারণের ক্ষমতাকে অভিশংসন বলে।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকে জাতীয় সংসদের অর্থসংক্রান্ত কাজ বা ক্ষমতা ফুটে উঠেছে।

* বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় আইন সভার প্রাধান্য স্বীকৃত। ফলে কোন একজন মন্ত্রী নয় বরং পুরো মন্ত্রী সভাকে সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হব। আর তারই অংশ হিসেবে মন্ত্রীগণের কাছে সংসদ সদস্যরা প্রশ্ন করে থাকেন আর মন্ত্রীরা জবাব প্রদান করতে বাধ্য থাকেন।

* (এ পর্যায়ে সংসদের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা বই থেকে লিখবে।)

ঘ) উত্তরঃ বাংলাদেশের আইনসভার নাম হলো জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির ফলে জাতীয় সংসদকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পূন্ন করতে হয়। জনপ্রতিনিধরা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগনের আস্থা নিয়ে সংসদ সদস্য পদ অর্জন করে। ফলে তাঁদের ওপর অনেক দায়িত্ব বর্তায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থ সংক্রান্ত কাজ ছাড়া ও জাতীয় সংসদ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

- (এ পর্যায়ে বই থেকে জাতীয় সংসদের অন্যান্য কার্যাবলী গুলো লিখবে।)

নমুনা প্রশ্ন-০৩

জনাব 'ক' সরকারি প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে কর্মের আছেন। সরকার তাকে মাঠ প্রশাসনে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি তাঁর এলাকার জনগণ ও সরকারের মধ্যে মিলন সেতু হিসেবে কাজ করেন। তিনি তাঁর অধীন মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ফৌজদারি মামলার বিচার ও করে থাকেন।

ক) অধ্যাদেশ জারি করেন কে? ১
খ) বাংলাদেশের প্রশাসনের স্নায়ু কেন্দ্র কোনটিকে বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের 'ক' কোন পদে কর্মরত? তাঁর কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) জনাব 'ক' জনগণ ও সরকারের মিলনসেতু হিসেবে কাজ করেন- উদ্দীপকের কথাটির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

নমুনা উত্তর-০৩

ক) উত্তরঃ অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

খ) উত্তরঃ বাংলাদেশ প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র হলো সচিবালয়।

সচিবালয় সরকারের কর্মসূচি, নীতি ও পরিবেশ না প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করে থাকে। সচিবালয় হলো সকল ক্ষমতার আধার। বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও কর্মসূচি সচিবালয়েই জন্মলাভ করে। বাংলাদেশ প্রশাসনিক সকল সিদ্ধান্তই সচিবালয় প্রণয়ন করে থাকে।

অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রশাসন যন্ত্রকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যসম্পাদন করে থাকে সচিবালয় এ কারণে সচিবালয়কে প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র বলা হয়।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকের জনাব 'ক' জেলা প্রশাসক পদে কর্মরত আছেন।

* বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে জেলা, জেলা প্রশাসনের চাবিকাঠি হচ্ছেন জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার। ফলে তাঁকে জেলার সকল গুরু দায়িত্ব বহন করতে হয়। আর এই দায়িত্ব গুলো হলো নিম্নরূপ।

* (এ পর্যায়ে বই থেকে সংক্ষেপে জেলা প্রশাসনের কার্যাবলী লিখবে।)

ঘ) উত্তরঃ বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রশাসনিক একক হিসেবে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে কেন্দ্র করেই জেলা প্রশাসন পরিচালিত। অববর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ জন্য তাকে জেলা প্রশাসনের মধ্যমণি বলা হয়।

* বাংদেশ সচিবালয় হতে প্রেরিত সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত স্থানীয় পর্যায়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালতি ও বাস্তবায়িত হয়।

*(এ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের যোগাযোগ সুসম্পর্কিত কার্যাবলীর যে পয়েন্ট রয়েছে তা বই থেকে আলোচনা করবে।)

* সর্বশেষ বিবিধ কার্যাবলী পুরোটা লিখবে বই থেকে।)

বিঃ দ্রঃ (এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য মোজাম্মেল হকের বইটি অনুসরণ করবে।

নমুনা প্রশ্ন-০৪

জনাব রুহানীর দেশের আইন বিভাগ নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাশ করে। এই আইন সংবিধান পরিপন্থী হওয়ায় তাঁর দেশের বিচার বিভাগ সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে তা অবৈধ ঘোষণা করে। ফলে সে দেশের নারী শিক্ষার অধিকার বহাল থাকে।

ক) কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুন:বর্তিত হয়? ১

খ) ফোরাম কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে বিচার বিভাগের যে ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে তা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কোন ক্ষমতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ) উদ্দীপকের উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশের বিচার বিভাগ কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? ৪

নমুনা উত্তর-০৪

ক) উত্তরঃ দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যম।

খ) উত্তরঃ যে নূন্যতম সংখ্যক সংসদ সদস্য নিয়ে সংসদ অধিবেশন চলতে পারে তাকে ফোরাম বলা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ জন সংসদ সদস্য সংসদে উপস্থিত না হলে সংসদ অধিবেশ বা সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না। কারণ এতে সংসদের কার্যক্রম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই এক কথায় বলতে হয় সংসদ সদস্যদের ন্যূনতম উপস্থিতিই হলো ফোরাম। অর্থাৎ ৬০ জন নিয়ে ফোরাম গঠিত হয়।

গ) উত্তরঃ জনাব রুহানী দেশের বিচার বিভাগ যে ক্ষমতা বলে আইন বিভাগের প্রণীত আইনটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে তা বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করার ক্ষমতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

* বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পর্যালোচনা ক্ষমতা বই থেকে লিখবে।

* এ থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানের অভিভাবক ও চূড়ান্ত ব্যাখ্যা কর্তা হিসেবে সুপ্রীম কোর্টই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশ বিচার বিভাগের উপরিউক্ত ক্ষমতাটি উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) উত্তরঃ উক্ত ধরনের ক্ষমতা অর্থাৎ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ করতে হলে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিবাগের প্রয়োজন।

অর্থাৎ সরকারের অন্যান্য বিভাগ বিশেষ করে শাসন বিভাগের হস্তাক্ষপ মুক্ত বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

- ❖ এ পর্যায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীন বলতে কি বোঝায় তা ১ম পত্রের ৭ম অধ্যায় হতে লিখবে।
- ❖ এ পর্যায়ে ২য় পত্র হতে বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অংশ হতে সংক্ষেপে লিখবে।

সর্বশেষ লিখবে- বিচার বিভাগ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হয় তাহলে জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হয় ন্যায় বিচার পরাহত হয়।

নমুনা প্রশ্ন-০৫

ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের প্রধান সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও সরকার প্রধান। তিনি সকল কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী। আইন সভার আস্থা হারালে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

ক) বাংলাদেশ কি ধরনের রাষ্ট্র? ১
খ) জাতীয় সংসদ কীভাবে শঅসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত সরকার পদ্ধতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কতখঅনি মিল রয়েছে বলে তোমার মনে হয়? বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

নমুনা উত্তর-০৫

ক) উত্তরঃ বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র।

খ) উত্তরঃ বাংলাদেশে যেহেতু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। সেহেতু শাসন বিভাগের ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জাতীয় সংসদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
জাতীয় সংসদ সাধারণত মূলতবি প্রস্তাব, নিন্দার প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ও পর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদকে শঅসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী করা হয়।
গ) উত্তরঃ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের সরকার হলো সংসদীয় পদ্ধতির।

- যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় বা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার বলে।
- এইস্তরে ১ম পত্র থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য গুলো সংক্ষেপে লিখবে।
- সর্বশেষে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্রিটেনের সরকার ব্যবহার সাথে মিল রয়েছে যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য।

ঘ) উত্তরঃ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।
যেমন- প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ পদ্ধতি (এখানে ৫ম অধ্যায় হতে লিখবে।)
(এরপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্ষেপে অর্থাৎ আট থেকে দশ লাইনের মধ্যে লিখতে হবে।)
(সর্বশেষে লিখবে--
সুতরাং বলা যায়, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ পদ্ধতি, ক্ষমতা ও মর্যাদা ও শাসন ক্ষমতা ইত্যাদি দিক দিয়ে অনেক মিল রয়েছে। কেননা বাংলাদেশে সরকার ব্যবস্থা ও ব্রিটেনের ন্যায় সংসদীয় পদ্ধতির।